রবিচ্ছায়া।

(সঙ্গীত)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪৫ নং বেনেটোলা লেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বৈশাখ ১২৯২।

রচয়িতার নিবেদন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত অধিকাংশ গান সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত্ত-স্থায়ী সুখ দুঃখের সহিত দুদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল—সেই সকল শুষ্কপত্র চারিদিক হইতে জড় করিয়া বইয়ের পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোন আনন্দ নাই।

আমার এইরূপ মনের ভাব। এই জন্য এ গানগুলি আজ সাত আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি নিজে হইলে হয়ত ছাপাইতাম না। কিন্তু প্রকাশক মহাশয় যখন ছাপাইতেছেন, তখন আর আমার তাহাতে

আপত্তি কিছু নাই। আমার পক্ষে সেত সুখেরই বিষয়। এখন প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে পাঠকদের বোঝা পড়া।

অনেক কারণে গান ছাপান নিষ্ফল বোধ হয়। সুর সঙ্গে না থাকিলে গানের কথাগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, কারণ সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা গঠিত হয়। এইজন্য সুর ছাড়া গান ছাপার অক্ষরে পড়িতে অনেকস্থলে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার বিস্তর উদাহরণ আছে পাঠক মহাশয়দের গোচরার্থে নিবেদন করিলাম ইতি।

পুনশ্চ—অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা—পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেক-

গুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।

ভানুসিংহের সমস্ত গান এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইল না। কারণ সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা হইতে গুটিকয়েক গান উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকাশকের বক্তব্য।

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রতিবর্ষেই তাঁহার অনেক গুলি করিয়া নূতন সঙ্গীত বাহির হইতেছে। বিধাতা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অবকাশ দিয়াছেন তিনি বিধাত ব দানের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই তাঁহার কবিতাব সহিত সুপরিচিত। নূতন কবিয়া আমার কিছু বলিবার বড় প্রয়োজন দেখি না। তাঁহার কবিতা গুলি সরল সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী, তাঁহার সঙ্গীত গুলি ততোধিক সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহাব ধর্ম্মসঙ্গীত গুলি তান লয় স্বরযোগে যখন গীত হয় তখন মনে হয় বুঝি স্বর্গ হইতে সে সকল সঙ্গীত আকাশ ভাসাইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতলে এ সংসার-দাব-দাহে দগ্ধ মানব মণ্ডলীকে শান্তি দিবার জন্যই নামিয়া আসিতেছে। এ ঘোর সংসার কাননে 'তমস-ঘন-ঘোরা-গহন রজনীর'

নাম শুনিয়া কোন পান্থ-হৃদয় না ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হয়? বা সেই 'জীবনের ধ্রুব-তারা'র উদ্দেশ পাইয়াই বা কোন অনুতপ্ত হৃদয় না আশ্বাস লাভ করে? বাস্তবিক সে সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ ইহলোকের অতীত হইয়া যায়, পাঠ করিলে অসাড় প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, ঘোর সংসারমুগ্ধ প্রাণও ক্ষণকালের জন্য উদাসভাব ধারণ করে। তাঁহার স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নব ভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে, তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুর ভাবে হৃদয় তন্ত্রী আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে। এই সঙ্গীতগুলি এত দিন রচয়িতার উদাসীনতা বশতঃ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল কখনও আলোক দেখিত কি না জানি না। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার গুণে মানব-হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি সম্যক প্রস্ফুটিত হয়

সে গুলির আদর আমাদের দেশে ক্রমেই বাড়িতেছে ইহা অতি আনন্দের বিষয়। কিন্তু তবুও গুরুজনের নিকট গান করিতে অনেকেই সংকোচ বোধ করেন। তাহার কারণ সচরাচর দুইটি,—সামাজিক শিক্ষার অভাব, আর ভাল গানের অভাব,—শেষোক্ত কারণটি কতক পরিমাণে দূরীকরণ করা এই পুস্তকের একটি উদ্দেশ্য। সাধারণে এই সঙ্গীত গুলি গান করিয়া ও পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, তাই সযতনে তাহা সংগ্রহ করিয়া এই "রবিচ্ছায়া" প্রকাশ করিলাম। ১২৯১ সনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্র বাবু যত গুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।

সিটিকলেজ
বৈশাখ ১২৯২। } শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র।

সূচী।

(বিবিধ সঙ্গীত)

(ব্রহ্ম সঙ্গীত।)

(জাতিয় সঙ্গীত)

রবিচ্ছায়া।

মিশ্র—আড়াঠেকা।

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো! ১।

কালাংড়া—খেমটা।

দেখে যা—দেখে যা—দেখে যালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(হেথা) জ্যোছনা ফুটে
তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
একাসনে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম ঘোর। ২।

খট্—একতালা।

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই—
প্রতি দিন প্রাতে দেখিবারে পাই—
লতা পাতা ঘেরা জানালা মাঝারে
একটী মধুর মুখ।
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহবা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটী শাখা কপাল ছুইয়া,
দুয়েকটী আছে কপোলে নুইয়া,
কেহবা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক।
বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে
মুখানি মধুর অতি,—
অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটী আঁখি পরে মেলিছে মিশিছে—
তরল চপল জ্যোতি। ৩।

ঝিঁঝিট সিন্ধু—কাওয়ালি।

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটী তারা আকাশে ফুটিয়া
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হতে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।
দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহ্নেরি রাঙ্গা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া!
এস বঁধু তোমায় ডাকি, দোঁহে হেথা বসে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া।৪।

বেহাগ—কাওয়ালি।

চরাচর সকলি মিছে মায়া, ছলনা,
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে,
মিছে ধুলি রাশি লয়ে কি হবে?
সকলি আমি জেনেছি, সবি শূন্য শূন্য শূন্য ছায়া।
সবি ছলনা!
দিন রাত যার লাগি সুখ দুঃখ না করিনু জ্ঞান,
পরাণ, মন, সকলি দিয়েছি তা হতেরে কিবা পেনু?
কিছু না, সবই ছলনা! ৫।

মিশ্র—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদুবায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়!৬।

বাহার—কাওয়ালী।

হায়রে সেইত বসন্ত ফিরে এল,
হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়!
সব মরুময়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে
ফিরে চলে যায়!
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল,
আশালতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়,
শুকান পাতায় ঢাকা
বসন্তের মৃত কায়, প্রাণ করে হায় হায়!
ফুরাইল সকলি!
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি,
ফিরিবে কি আর?

কিবা জোছনা ফুটিত রে! কিবা যামিনী!
সকলি হারাল,
সকলি গেলরে চলিয়া,প্রাণ করে হায় হায়!৭।

বাহার—কাওয়ালী।

খুলেদে তরণী খুলেদে তোরা,
স্রোত বহে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ বঙ্গে,
এই বেলা খুলে দে!
ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল
স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয় রে!৮।

নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে,
তটিনী মিশিছে সাগর পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির সুখময় প্রণয় ভরে!
জগতে কিছুই নাইক একেলা,
সকলি বিধির বিধান গুণে

একের সহিত মিলিছে অপরে
আমি বা কেন না তোমার সনে ?
ওই দেখ গিরি চুমিছে আকাশ,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে ফুল বালারে কেবা না দোষিবে
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি !
রবিকর দেখ চুমিছে ধরণী,
শশিকর চুমে সাগর-জল,
তুমি যদি মোরে না চুম' ললনা—
এ সব চুম্বনে কি তবে ফল ? । ৯। Shelly

বাহার—আ'ড়াঠেকা।

এ কি হরষ হেরি কাননে !
পরাণ আকুল, স্বপন বিকসিত
মোহ মদিরাময় নয়নে !
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বহিছে সমীরণ
নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে,
বসন্ত পরশে বন শিহরে,

কি জানি কোথা পরাণ মন
ধাইছে বসন্ত সমীরণে!
ফুলেতে শুয়ে জোছনা,
হাসিতে হাসি মিলাইছে,
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায়,
ঘুমভাবে অলসা বসুন্ধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে।১০।

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—একতালা।

সকলি ফুরাল—স্বপন প্রায়!
কোথা সে লুকাল'—কোথা সে হায়!
কুসুম কানন হয়েছে ম্লান
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
(ও) সব হেরি শূন্যময়—কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল!
সেই যে আসিত তুলিতে জল
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল
(ও) সে আর আসিবে না—কোথা সে হায়!১১।

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী,দিক ললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী,
থর থর চরাচর পলকে ঝলসিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী ;
গুরু গুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড় কড় বাজ।১২।

মল্লার—কাওয়ালি।

আয়লো সজনি সবে মিলে।
ঝর ঝর বারিধারা, মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জ্জন,
এ বরষা দিনে, হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা দোলায় দুলে!
ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন,
মাথাব বরণ ফুলে ফুলে—

পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা,
লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
বনেরে সাজায়ে দিব গাঁথিব মুকুতাকণা
পল্লব শ্যাম দুকূলে,
নাচিব সখি সবে নব ঘন উৎসবে,
বিকচ বকুল তরুমূলে!।১৩।

মিশ্র পুরবী—কাওয়ালি।

যে ফুল ঝরে সেইত ঝরে
ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়
মাটি মেশায় মাটিতে!
গন্ধ দিলে হাসি দিলে,
ফুরিয়ে গেল খেলা!
ভালবাসা দিয়ে গেল,
তাই কি হেলাফেলা!।১৪।

ভৈরবী—ঝাপতাল।

কেন এলি রে, ভাল বাসিলি, ভালবাসা পেলিনে!
কেন—সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে!
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না,
যে থাকে সে থাকে, আর, যে যায় সে যায়
কারো তরে ফিরেও না চায়!
হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও, ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও
থেকে যেতে কেহ বলিবে না!
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আরত কেহ অশ্রু ফেলিবে না! ১৫।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

অসীম সংসারে যার, কেহ নাহি কাঁদিবার,
সে কেন গো কাঁদিছে!
অশ্রুজল মুছিবার, নাহিরে অঞ্চল যার
সেও কেন কাঁদিছে?

বেহ্ যার দুঃখ গান, শুনিতে পাতে না কান,
বিমুখ সে হয় যারে শুনাইতে চায়
সে আর কিসের আশে, রয়েছে সংসার পাশে
জলন্ত পরাণ বহে কিসের আশায় ? । ১৬ ।

গিয়াছে সে দিন যে দিন হৃদয়
রূপেবি মোহনে আছিল মাতি।
প্রাণের স্বপন আছিল যখন—
প্রেম প্রেম শুধু দিবস রাতি !
শান্তিময়ী আশা ফুটেছে এখন
হৃদয়-আকাশ-পটে,—
জীবন আমার কোমল বিভায়
বিমল হয়েছে বটে ;—
বালক কালের প্রেমের স্বপন
মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না
তেমন কিছুই আসিবে না !
সে দেবী প্রতিমা নারিব ভুলিতে—
প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা !

স্মৃতিমরু মোর শ্যামল করিয়া
এখনো হৃদেয় বিরাজে তাহা!
সে প্রতিমা সেই পরিমল সম
পলকে যা লয় পায়!
প্রভাত কালের স্বপন যেমন
পলকে মিশায়ে যায়!
অলস-প্রবাহ জীবনে আমার
সে কিরণ কভু ভাসিবে না আর
সে কিরণ কভু ভাসিবে না
সে কিরণ কভু ভাসিবে না! ।১৭। Moore.

মিশ্র—কাওয়ালী।

কত বার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া,
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি!
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা?

ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়
কেহ দেখিবেনা মোর অশ্রুবারি চয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবসি?। ১৮।

দেশ—আড়াঠেকা।

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল।
এই ম্রিয়মান মুখে তোমাদের এত সুখে
বল দেখি কোন প্রাণে ঢালিব গরল?
কি না করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ
কত কষ্টে করেছিনু অশ্রুবারি রোধ!
কিন্তু পারিনে যে সখা যাতনা থাকেনা ঢাকা
মর্ম্ম হ'তে উচ্ছ্বসিয়া উঠে অশ্রুজল!
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো সুধাতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি অনল।
কেবল উপেখা সহি বলগো কেমনে রহি
কেমনে বাহিরে মুখে হাসিব কেবল?। ১৯।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া!
জলধী রয়েছে স্থির, ধূধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।
সীমাহীন বারি-রাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্য পানে নীরবে রহিব চাহি।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া। ২০।

মিশ্র বাহার—আড়াঠেকা।

গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান,
কত দিন শুনি নাই ও পুরাণো তান।
কখনো কখনো যবে নীরবে নিশীথে
একেলা রোয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিতে,—

চমকি উঠিত প্রাণ কে যেন গায় সে গান
দুই একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে!
হাহা সখি সে দিনের সব কথা গুলি
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি—
যে দিন মরিব সখি গাস্ ওই গান
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ।

গৌড়সারং—যৎ।

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারি রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে,
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝোরে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে সরমে।
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়

পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে। ২২।

গৌড়সারং—যৎ

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি,
বিজন বনে, মালতী বালা
আছিস্ কেন ফুটিয়া?
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,

পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে মাখা মুখানি!
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি! ২৩॥

সিন্ধু-ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হাসি কেন নাই ও নয়নে!
ভ্রমিতেছ মলিন আননে!
দেখ সখি আঁখি তুলি
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখি,
সুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে।
এস সখি এস হেথা, একটী কহগো কথা,
বল সখি কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর
কাহার স্বপনে? ২৪॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম স্বরে বাঁধ্ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা,
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি
মনপ্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম স্বরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল' ঢাল' শশধর,
ঢাল' ঢাল' জোছনা!
সমীরণ বহে যা'রে
ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি;
উলসিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দেরে মন প্রাণ।২৫।

গৌরী—কাওয়ালী।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখি, আমারে জাগায়োনা।
আমার সাধের পাখী—
যারে, নয়নে নয়নে রাখি
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না।
কাল, ফুটিবে রবির হাসি,
কাল, ছুটিবে তিমির রাশি,
কাল, আসিবে আমার পাখী
ধীরে, বসিবে আমার পাশ।
ধীরে, গাহিবে সুখের গান,
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম.
ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া
হাসিবে সুখের হাস!
আমার কপোল ভোরে
শিশির পড়িবে ঝরে,
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি,
মরমে রহিব মরে।

তাহারি স্বপনে আজি
মুদিয়া রয়েছি আঁখি,
কখন আসিবে প্রাতে
আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে
আমার নামটী ডাকি! ২৬॥

পিলু—খেমটা।

বল্, গোলাপ মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ
চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,
বায়ু, ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী, গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি, সখি, কবে?
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিনা বায়,
কাছে, ফুলবালা সারি সারি,

দূরে, পাতার আড়ালে সাঁজের তারা
মুখানি দেখিতে চায় ।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তোরে সুধাইছে মিলি সবে
তুই ফুটিবি সখি কবে ? ২৭॥

ঝিঁঝিট—একতালা ।

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আওলো ।
পিনহ চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আওলো ॥

ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার,
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে॥
দেখলো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃতসদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে।২৮।

মাজ——একতালা।

সজনি সজনি রাধিকালো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার,
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মধুর গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জরী রাব
কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনক দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলি বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,

গাঁথ যূঁথি, গাঁথ জাতি
গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জ পথম চাহিয়া—
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া ।২৯।

মিশ্র গৌড় সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
শুষ্ক তৃণরাশি মাঝে একলা পড়িয়া
চারিদিকে কেহ নাই আর।
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
একবিন্দু শিশিরের কণা?
কেহনা কেহনা!
মধুকর কাছে এসে বলে
"মধু কই, মধু চাই চাই"

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে "কিছু নাই নাই"।
"ফুলবালা পরিমল দাও"
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে,
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে "আর কিবা আছে!"
মধ্যাহ্ণ কিরণ চারিদিকে
খর দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে,
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।৩০।

বেহাগ—খেমটা।

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, তোল' মুখানি,
কুসুম কুঞ্জ কর আলো।
বলি, কিসের সরম এত?
সখি, কিসের সরম এত?

সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত ?
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্ বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বল, এমন সময় কোথা ?
প্রিয়ে, তোল' মুখানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত !
আমি, এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
আর, কেহ শুনিবে না, কেহ জানিবে না,
প্রেম কথা শুনি প্রতিধনি বালা
উপহাস সখি করিবে না,
পরিহাস সখি করিবে না।
তবে, মুখানি তুলিয়া চাও !

সুধীরে, মুখানি তুলিয়া চাও!
সখি, একটি চুম্বন দাও!
গোপনে একটি চুম্বন চাও!
সখি, তোমারি বিহগ আমি
বালা, কাননের কবি আমি,
আমি, সারারাত ধোরে, প্রাণ,
করিয়া, তোমারি প্রণয় পান,
সুখে, সারাদিন ধোরে গাহিব সজনি,
তোমারি প্রণয় গান!
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি, গাহিব সে সব গান,
দূরে, মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—
তবে, মজিয়া সে প্রেম-গানে,
সবে, চাহিবে আকাশ পানে,
তা'রা, ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণ গান।
তবে, মুখানি তুলিয়া চাও।
সুধীরে, মুখানি তুলিয়া চাও!

নীরবে, একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন চাও! ৩১।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

সাধের কাননে মোর রোপন করিয়াছিনু
একটি লতিকা সখি অতিশয় যতনে,
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত, হাসি হাসি আননে।
প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়া দিতাম জল
প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা,
সোনার লতাটি আহা বন করে ছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে, নিরদয় বালিকা?
কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তারে,
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এতদিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলঢল মুখ,
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।

ছিন্ন-অবশেষ-টুকু এখনো জড়ানো বুকে
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা ? ৩২।

বেহাগ।

মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুম ঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায় !
না জানি কোথা চলিয়াছে !
কি জানি কি যে সেথা আছে !
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।
সুদূরে—অতি—অতিদূরে,
বুঝিরে কোন সুর পুরে
তারাগুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরি বাজায় !
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি ক'রে যায়।৩৩।

পিলু—যৎ।

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোতা যাস্‌নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিবনাকো
আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!" ৩৪।

কেদারা—একতালা।

যোগিহে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি ভূষিত শুভ্র-দেহ,
নাচিছ দিক-বসনে।
মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশুশশি হাসিয়া চায়,
জটাজুট-ছায় গগনে।৩৫।

গৌড়সারং—একতালা।

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা
লতাটিরে দুলিয়ে যা,
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আচল্‌টি তোর ভোরে ভোরে।
আয়রে আয়রে মধুকর
ডানা দিয়ে বাতাস কর্,
ভোরের বেলা গুণ্‌গুণিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।

আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেরে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়্‌বি শুয়ে শুয়ে!
পাখীরে, তুই কস্‌নে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা! ৩৬।

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুইরে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন।
কিবা দিবা কিবা রাতি, পরিমল মদে মাতি
কাননে করিস্‌ বিচরণ,
নদীরে জাগায়ে দিস্‌, লতারে রাগায়ে দিস্‌
চুপি চুপি করিয়া চুম্বন!
তোর নহে সুখের জীবন!
পাখীরা খুলিয়া প্রাণ, করে তোর গুণগান,
চারিদিকে উঠে প্রতিধ্বনি;

বকুলের বালিকারা হইয়া আপনা-হারা
ঝরি পড়ে সুখেতে অমনি।
তবুরে বসন্ত সমীরণ,
তোব নহে সুখের জীবন!
আছে যশ, আছে মান, আছে শত মন প্রাণ;
শুধু এ সংসারে তোর নাই
এক তিল দাঁড়াবার ঠাঁই!
শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতা-কুঞ্জে আয়!
শ্যামল বাহুর ডোরে, বাঁধিয়া রাখিব তোরে
ছোট সেই কুঞ্জটির ছায়!
নিভৃত নিকুঞ্জ ছায় হেলিয়া ফুলের গায়,
শুনিয়া পাখীর মৃদু গান,
লতার হৃদয়ে হারা, সুখে অচেতন পারা,
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ;
তাই বলি বসন্তের বায়
হৃদয়ের লতা-কুঞ্জে আয়!
অতৃপ্ত মনের আশ লুটিয়া সুখের রাশ,
কেনরে করিস হায় হায়! ৩৭।

সিন্ধু কাফি—কাওয়ালী।

ওই কথা বল সখি, বল আর বার,
ভাল বাস মোরে তাহা বল বার বার!
কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি,
ভাল বাস মোরে তাহা বলগো আবার! ৩৮।

মুলতান—আড়াঠেকা।

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল—গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর!
তোমার সৌন্দর্য্য-ভাবে দুর্ব্বল হৃদয় হা—রে
অভিভূত হ'য়ে যেন প'ড়েছে আমার!
এস তবে হৃদয়েতে, রেখেছি আসন পেতে,
ঘুচাও এ হৃদয়ের সকল আঁধার!
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার,
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা' মোরে, থাক' হৃদি আলো করে
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার! ৩৯।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কিছুই ত হোল না!
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রু বারিধারা, হৃদয় বেদনা।
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই!
ভালত গো বাসিলাম—ভালবাসা পাইলাম,
এখনতো ভালবাসি—তবুও কি নাই! ৫০।

মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপতাল।

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন-মদ-বিলসিত
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত,
মুরছি জনু যায়!

আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনি,
শিথিল ভয়ি লাজ!
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থর থর
শিহরে তনু জর জর
কুসুম-বন মাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়!
আধফুট শতদল,
বায়ু ভরে টল মল,
আঁখি জনু ঢল ঢল
চাহিতে নাহি চায়!
অলকে ফুল কাঁপয়ি,
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি,
খসয়ি পড়ু পায়!

ঝরই শিরে ফুল দল
যমুনা বহে কল কল
হাসে শশি ঢল ঢল
ভানু মরি যায় ! ৪১ ।

ললিত—খেমটা ।

শুন, নলিনী খোলগো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল নাকি !
দেখ, তোমারি দুয়ার পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি ।
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি ।
তবে তুমি গো সজনি, জাগিবে নাকি
আমি যে তোমারি কবি ।
শুন, আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নব জীবনের গান ।

প্রভাত জলদ, প্রভাত সমীর
প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির
সমস্বরে তারা সকলে মিলি
মিলাবে মধুর তান।
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি,
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি।
আজিও এসেছি উঠ উঠ সখি,
আর ত রজনী নাহি।
সখি—শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি—লোহিত বসনে সাজি,
দেখ—বিমল সরসী আরসীর পরে
অপরূপ রূপ রাশি।
থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখ ছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি ॥ ৪২ ॥

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

ছিছি সখা কি করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে,
কামিনী কুসুম ছিল বন আলো করিয়া,
মানুষ পরশ ভরে সিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জানত কামিনী সতী, কোমল কুসুম অতি,
দূর হতে দেখিবারে, ছুইবারে নহে সে,
দূর হতে মৃদু বায়, গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।
মধুপের পদক্ষেপে, পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে!
পরশিতে রবিকর, শুকাইছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে।
হেন কোমলতাময় ফুল কি না ছুঁলে নয়,
হায়রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া!
মানুষ পরশ ভরে, সিহরিয়া সকাতরে,
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া॥ ৪৩॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

ও কথা বোলনা তারে, কভু সে কপট নারে,
আমার কপাল দোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করেনি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে, সত্য বুঝি ভালবাসে,
বুঝিতে পারেনি তাহা যৌবন কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়ে আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়? সে যদি কপট হয়
তবে সত্য বলে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পনের মত বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।
তাহা কপটতাময়? কখনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস।
ও কথা বোলনা তারে, কভু সে কপট নারে,
আমার কপাল দোষে চপল সে জন,
প্রেম-মরীচিকা হেরি, ধায় সত্য মনে করি
চিনিতে পারেনি সে যে আপনার মন ॥৪৪॥

ভৈরবী—তাল একতালা।

শুনলো শুনলো বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী ;
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুম হার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বালি (১) হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে ;

(১) বালি—বালিকা।

কুঞ্জ পানে হেরিয়া
অশ্রু বারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে! ৪৫।

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইক, সুখে থাক,
অধিক ক্ষণ থাক্‌ব নাক,
আসিয়াছি দুদণ্ডের তরে!
দেখ্‌ব সুধু মুখ খানি
শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।৪৬॥

গৌড় সারং—ঝাঁপতাল।

সেই যদি সেই যদি, ভাঙ্গিল এ পোড়া হৃদি,
সেই যদি ছাড়াছাড়ি হোল দুজনার—
একবার এস কাছে, কি তাহাতে দোষ আছে?
জন্মশোধ দেখে নিয়ে লইব বিদায়।
সেই গান একবার গাও সখি শুনি—
যেই গান একসনে, গাইতাম দুই জনে
গাইতে গাইতে শেষে পোহাত যামিনী।

চলিনু চলিনু তবে এ জন্মে কি দেখা হবে?
এ জন্মের সুখ তবে হোল অবসান?
তবে সখি এস কাছে কি তাহাতে দোষ আছে
আর বার গাও সখি পুরাণো সে গান।৪৭॥

পিলু—ঝাঁপতাল।

ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর—
কবির হৃদয় এই দিব উপহার।
এত ভালবাসা সখি, কোন হৃদে বল দেখি,
কোন্ হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুম ভার?
তা হোলে এ হৃদি ধামে, তোমারি তোমারি নামে
বাজিবে মধুর স্বরে মরম বীণার তার—
যা কিছু গাহিব গান——ধ্বনিবে তোমারি নাম
কি আছে কবির বল কি তোমারে দিব আর।৪৮।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারে দেহ গো আনি।
ওই রে ফুরায় বুঝি অন্তিম যামিনী!

একটি শুনিব কথা, একটি শুনাব ব্যথা,
শেষবার দেখে নেব সেই মধু মুখানি!
ওই কোলে জীবনের শেষ সাধ মিটিবে
ওই কোলে জীবনের শেষ স্বপ্ন ছুটিবে!
জনমে পূরেনি যাহা, আজ কি পূরিবে তাহা?
জীবনের সব সাধ ফুরাবে এখনি! ৪৯।

সাহানা—আড়াঠেকা।

একবার বল সখি ভাল বাসো মোরে
রেখোনা ফেলিয়া আর সন্দেহের ঘোরে।
সখি ছেলেবেলা হোতে, সংসারের পথে পথে
মিথ্যা মরীচিকা লোয়ে যেপেছি সময়,
পারিনে পারিনে আর, এসেছি তোমারি দ্বার,
একবার বল সখি দিবে কি আশ্রয়!
সহেছি ছলনা এত, ভয় হয় তাই
সত্যকার সুখ বুঝি এ কপালে নাই।
বহুদিন ঘুম ঘোরে ডুবায়ে রাখিয়া মোরে,
অবশেষে জাগা'য়োনা নিদারুণ ঘায়!

ভালবেসে থাক যদি, লও—লও এই হৃদি
ভগ্ন চূর্ণ দগ্ধ এই হৃদয় আমার
এ হৃদয় চাও যদি লও উপহার। ৪৯।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

মরণ—রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান!
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,—
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,—
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান!
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মরণ—রে
শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব, নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম!
আকুল রাধা রিঝ অতি জর জর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখণ ঝর ঝর,
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর

তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও!
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখি পাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশি বাজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা!
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,

শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূরতি ধরি,
পন্থ দেখাওবে মোর।
ভানুসিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা—
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধা পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি" ৫০।

সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্!

মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায়রে যায় ;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায়রে হায়
সাধের স্বপন যায়রে যায় !
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা ।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা ।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্ !
কি জানি যদিরে প্রাণ কাঁদে তার—
তবে থাক্ তবে থাক্ । ৫২ ।

কাফি—আড়াঠেকা।

এ ভাল বাসার যদি দিতে প্রতিদান—
একবার মুখ তুলে চাহিয়া দেখিতে যদি
যখন দুখের জল বর্ষিত নয়ান,
শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে যবে, ছুটে আসিতাম সখি
ওই মধুময় কোলে দিতে যদি স্থান,
তা হোলে তা হোলে সখি, চির জীবনের তরে
দারুণ যাতনাময় হোত না পরাণ!
একটি কথায় তব, একটু স্নেহের স্বরে
যদি যায় জুড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা
তবে সেই টুকু সখি- কোরো অভাগার তরে
নহিলে, হৃদয় যাবে ভেঙ্গে চুরে বালা!
একবার মুখ তুলে, চেয়ো এ মুখের পানে
মুছায়ে দিয়োগো সখি নয়নের জল
তোমার স্নেহের ছায়ে, আশ্রয় দিয়োগো মোরে
আমার হৃদয় মন বড়ই দুর্ব্বল।
সংসারের স্রোতে ভেসে, কতদূর যাব চলে

আমি কোথা রব আর তুমি কোথা রবে!
কত বর্ষ হবে গত—কত সূর্য্য হবে অস্ত,
আছিল নূতন যাহা পুরাতন হবে—
তখন সহসা যদি দেখা হয় দুইজনে,
আসি যদি কহিবারে মরমের ব্যথা
তখন সঙ্কোচ ভরে, দূরে কি যাইবে সোরে,
তখন কি ভাল কোরে কবে নাকো কথা?৫৩।

মিশ্র ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি।

কি করিব বল সখা তোমার লাগিয়া?
কি করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া?
এই পেতে দিনু বুক রাখ সখা রাখ মুখ
ঘুমাও তুমি গো আমি রহিনু জাগিয়া।
খুলে বল বল সখা কি দুঃখ তোমার
অশ্রুজলে মিলাইব অশ্রুজল ধার।
একদিন বোলেছিলে মোর ভালবাসা
পাইলে পূরিবে তব হৃদয়ের আশা!
কই সখা, প্রাণ মন, করেছিত সমর্পণ

দিয়েছিত যাহা কিছু আছিল আমার!
তবু কেন শুকালো না অশ্রু বারিধার? ৫৪।

সম্বর্দ্দা—ঝাঁপতাল।

ওকি সখা কেন মোরে কর তিরস্কার?
একটু বসি বিরলে, কাঁদিব যে মন খুলে
তাতেও কি আমি বল করিনু তোমার?
মুছাতে এ অশ্রুবারি বলিনি তোমায়—
একটু আদরের তরে ধরিনি ত পায়—
তবে আর কেন সখা এমন বিরাগ-মাখা
ভ্রুকুটি এ ভগ্নবুকে হান বার বার!
জানি গো এ পোড়া ভাল ভেঙ্গেছে যখন
অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে ও মন—
পথের পথিকো যদি মোরে হেরি যায় কাঁদি
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার। ৫৫।

বাহার—ঝাঁপতাল।

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে!
যাবনা যাবনা করি—ভাসায়ে দিলাম তরী
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হোতে।
দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে।
জানিনুনা শুনিনুনা কিছুনা ভাবিনু
অন্ধ হোয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু!
এতদূরে ভেসে এসে, ভ্রম যে বুঝেছি শেষে,
এখন ফিরিতে কেন হয়গো বাসনা?
আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না?
এখন যে দিকে চাই কূলের উদ্দেশ নাই
সম্মুখে আসিছে রাত্রি আঁধার করিছে ঘোর।
স্রোত প্রতিকূলে যেতে, বল যে নাই এ চিতে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর।৫৬।

মিশ্র ছায়ানট—কাওয়ালি।

কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস?
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছেথাকি?

কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস ?
বড় ব্যগ্র হোয়ে আমি যাই কাছে তার
ভালবেসে আদর করিতে একবার!
সে কেন আকুল চোখে, মুখপানে চেয়ে থাকে
মুখেতে কি দেখে' যেন পায় সে তরাস!
আদর করিতে মোরে চায় কতবার
সহসা কি ভেবে যেন ফেরে সে আবার!
নত করি দুনয়নে, কি যেন বুঝায় মনে
মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস!
আমি যবে ব্যগ্র হোয়ে ধরি তার পাণি—
সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি।
আমি কাছে গেলে হায়,
সে কেন গো সোরে যায় ?
মলিন হইয়া আসে অধর সহাস।৫৭।

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসহে।
মধুর হাসিয়ে ভালবেস হে।

হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও
আধ নয়নে সখি চাও, চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেস হে।৫৮।

বেলোয়ার— কাওয়ালি।

ওকি সখা মুছ আঁখি আমার তরেও কাঁদিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,
আমি মরি, তাহে দুখ কিবা!
প'ড়েছিনু চরণতলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ' গেছ', ভাল, ভাল, তাহে দুখ কিবা! ৫৯।

আসোয়ারি।

না স্বজনি না, আমি জানি জানি, সে
আসিবে না!
এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী,
বাসনা তবু পূরিবে না;
জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আশা মিটিল না!

যদি বা সে আসে সখি, কি হবে আমার তায়,
সে ত মোরে, স্বজনি লো, ভাল কভু বাসে না,
জানি লো!
ভাল ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে,
বড় আশা ক'রে শেষে পূরিবে না কামনা! ।৬০।

সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বুঝে না কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়!
বাতাস যখন বেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল
ফুটিল না,
সাঁজের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে যায়।
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়! ।৬১।

ললিত আড়াঠেকা।

তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে!
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয়রে অনাদরে।
তোরা সুধা করিস্ দান,
তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়!
তোরা কেবল হাসি দিবি তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা আরত রবে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে,
শুকায়ে পড়িবি শেষে! ৬২।

ভৈরবী আড়খেম্‌টা।

কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আয়রে চলে আয়,
এরা—প্রাণের কথা, বোঝে না হৃদয় কুসুম
দলে যায়!

হেসে হেসে গেয়ে গান
দিতে এসে ছিলি প্রাণ
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে
আয়রে চলে আয়! ।৬৩।

খট্ ললিত ঝঁপতাল।

ওকে কেন কাঁদালি!
ও যে কেঁদে চলে যায়—
ওর হাসি মুখ যে আর দেখা যাবে না!
শূন্য প্রাণে চলে গেল—
নয়নেতে অশ্রুজল
এ জনমে আর ফিরে চাবে না!
দুদিনের এ বিদেশে
কেন এল ভালবেসে
কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা।
হাসি খেলা ফুরালো রে
হাসিব আর কেমনে!
হাসিতে তার কান্নামুখ
পড়ে যে মনে!

ডাক্ তারে একবার
কঠিন নহে প্রাণ তার !—
আর বুঝি তার সাড়া পাবে না। ৬৪।

মন হোতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে,
জীবন হতেছে শেষ
শিথিল কপোল মলিন নয়ন,
তুষার-ধবল কেশ !
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া,
অযতনে বীণাখানি—
বাজাবার বল নাইক এ হাতে,
জড়িমাজড়িত বাণী !
গীতিময়ী মোর সহচরী বীণা,
হইল বিদায় নিতে !
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই—
অমৃত আমার চিতে ?
তবু একবার আর একবার—
ত্যজিবার আগে প্রাণ

মরিতে মরিতে গাইয়া লইব,
সাধের সে সব গান!
দুলিবে আমার সমাধি উপরে—
তরুগণ শাখা তুলি—
বনদেবতারা গাইবে তখন
মরণের গান গুলি! ।৬৫।

আলাইয়া আড়খেমটা।

যাই যাই, ছেড়ে দাও, স্রোতের মুখে ভেসে যাই
যা হবার হবে আমার ভেসেছিত ভেসে যাই।
ছিল যত সহিবার সহেছিত অনিবার
এখন কিসের আশা আর,
ভেসেছিত ভেসে যাই ।৬৬।

বেহাগ—কাওয়ালি।

সখি বল দেখিলো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কিলো?

চেয়ে আছি ললনা,
মুখানি তুলিবি কিলো,
ঘোমটা খুলিবি কিলো,
আধফুট' অধরে
হাসি ফুটিবে কিলো ?
সরমের মেঘে ঢাকা বিধু মুখানি
মেঘ টুটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠিবে কিলো ?
তৃষিত আঁখির আশা পূরাবি কিলো ?
তবে, ঘোম্‌টা খোল, মুখ তোল,
আঁখি মেল লো ! ৬৭।

গৌড় মল্লার—কাওয়ালি।

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো !
না যদি থাকিতে চায়, যাক যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না ?
তাই হোক্ হোক্ তবে,
আর তারে সাধিব না, চ'লে গেল গো ॥৬৮॥

হাম্বীর—কাওয়ালি ।

হোলনা লো হোলনা সই ! (হায়)
মরমে মরম লুকান' রহিল, বলা হ'লনা,
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হ'লনা লো হ'লনা সই !
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু
হ'লনা লো হ'লনা সই ! ৬৯ !

সিন্ধু ভৈরবী— কাওয়ালি ।

হা' সখি ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা !
ভাল যদি নাহি বাসে,
কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা !
মিছে প্রণয়ের হাসি,বলো তারে ভাল নাহি বাসি,
চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে,
বলো বলো স্বজনি লো তারে, আব যেন সে লো
আসে নাকো হেথা ॥ ৭০ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর,
আয়লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি,
মৃদু মধু জোছনায়।
মলয় কপোল চুমে, ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায়,
যমুনা-লহরীগুলি চরণে কাঁদিতে চায়॥ ৭১॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

সহেনা যাতনা!
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে,
নিশিদিন বসে আছি,
আঁখি মেলি পথ পানে চেয়ে,
সখাহে এলে না?
দিন যায়, রাত যায়, সব যায়,
আমি বসে হায়!
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
শুকায়ে গিয়াছে আঁখি জল।

একে একে সব আশা,
ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহেনা ॥ ৭২ ॥

সর্ফর্দা—কাওয়ালি।

এমন আর কত দিন চলে যাবে রে!
জীবনের ভার বহিব কত? হায় হায়!
যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল,
কিছু হলনা জীবনে,
জীবন ফুরায়ে এল! হায় হায়! ॥৭৩॥

দেশ—কাওয়ালি।

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা;
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়,
কত দিন পরে আজি পেয়েছি দেখা।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো?
শুধু একবার ফিরে চাও! ॥ ৭৪ ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সখাহে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়?
জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়॥ ৭৫॥

জয় জয়ন্তি—কাওয়ালী।

এতদিন পরে সখি,
সত্য সে কি হেথা ফিরে এল?
দীনবেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখীরে?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই,
সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে?৭৬

বেহাগ—কাওয়ালী।*

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে?
চারি দিকে হাসি রাশি,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে?
আন্ সখি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর্ গান
নাচ্ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে?
বীণা তবে রেখে দে, গান তবে গাস্‌নে,
কেমনে যাবে বেদনা?
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি,
জোছনা কেমন ফুটেছে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে? ॥ ৭৭ ॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

পুরাণো সে দিনের কথা ভুল্‌বি কি রে হায়!
(ও সেই) চোখের দেখা, প্রাণের কথা,
সে কি ভোলা যায়।

(আয়) আরেকটিবার আয়রে সখা,
প্রাণের মাঝে আয়।
(মোরা) সুখের দুখের কথা কব,
প্রাণ জুড়াবে তায়।
(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি,
দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায়।
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়—
(আবার) দেখা যদি হলো সখা,
প্রাণের মাঝে আয়॥ ৭৮॥

মিশ্র কালাংড়া—খেমটা।

এত ফুল কে ফোটালে (কাননে)
লতা পাতায় এত হাসি-তরঙ্গ মরি কে ওঠালে।
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে,
সে কথা কে রটালে॥ ৭৯॥

মিশ্র জয়জয়ন্তি—খেমটা।

আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে রে—
তারে, কেড়ে নেব ছেড়ে দেবনা—না—না।

কে জানে কোথা হতে কে এসেছে
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে,—দেব না।
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব,
হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দেব কুসুম বনে,
সখীরে নিয়ে যেতে দেবনা।৮০॥

মিশ্র বেহাগ—খেমটা।

সখি সে গেল কোথায়—তারে,ডেকে নিয়ে আয়!
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরু তলায়।
আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,—
পাখিটি চাঁদ দেখে জেগে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত লয়ে
লাবণ্য ফুটাবিলো তরু লতায়। ৮১ ॥

বেহাগ—তাল ফেরতা।

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন।
মরমর মৃদুবাণী মর'মর' মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে
নয়নে স্বপন।
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে।
মালা গুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে
সখিরা নেহারিছে দোঁহার আনন,
হেসে আকুল হল বকুল কানন—
(আমরি মরি!) ॥ ৮২ ॥

বেহাগ—খেমটা।

ও কেন চুরি ক'রে চায়!
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়!
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।

কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি
শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশা গুলি গাঁথা যেন তায়। ৮৩॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দুজনে দেখা হল—মধু যামিনীরে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে।
আর ত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে। ৮৪॥

দুজনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা পারে,
এ আমার গানগুলি গোপনে শুনাই তারে!

দোঁহে মিলি এক প্রাণ—গাহিতেছি এক গান—
দুজনের ভাবে ভাবে একেবারে গেছে মিশে,
দুজনে দুজন পানে চেয়ে আছি অনিমিষে,
দুজনের আঁখি হতে দুজনে মদিরা পিয়া
এসেছে অবশ হয়ে দোঁহার বিভল হিয়া।
মুখে কথা ফুটিছে না, আঁখি পাতা উঠিছে না—
আমার কাঁধের পরে নোয়ায়ে মাথাটি তার
দুজনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা পার।৮৫

ছেলে খেলা কোর নালো, লোয়ে এ হৃদয়!
যে দুঃখে কাঁদিলো, তাহা হাসিবার নয়।
এ দুঃখ বোঝনা যবে—সান্ত্বনা দিয়ে কি হবে?
একেলা বিরলে বসি কাঁদিব না-হয়।
বল বল' খুলে বল' মনে করেছ কি
সান্ত্বনা না দিলে বড় ব্যথা পাব সখি!
মিছে কষ্ট পেয়ো নাকো, মোর কথা ভুলে থাকো,
এ হৃদয় পাষাণ অনেক কষ্ট সয়!
দুখে যদি দুখ পাও তবে সখি ফিরে চাও
না হলে সান্ত্বনা সখি দিওনা না হয়।৮৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মা একবার দাঁড়াগো, দেখি চন্দ্রানন।
আঁধার করে কোথায় যাবি, শূন্য ভবন!
মধুর মুখ হাসি হাসি অমিয় রাশি রাশি মা,
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস্‌রে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন! ৮৭॥

সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা।

কেমনে শুধিব বল তোমার এ ঋণ?
এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন!
যবে এ হৃদয় মাঝে ছিল না জীবন,
মনে হতো ধরা যেন মরুর মতন;
সে হৃদে ঢালিয়ে তব প্রেমবারি ধার
নূতন জীবন যেন করিলে সঞ্চার!
এক দিন এ হৃদয়ে বাজিত প্রেমের গান
কবিতায় কবিতায় পূর্ণ যেন ছিল প্রাণ,
দিনে দিনে সুখগান থেমে গেল এ হৃদয়ে
নিশীথ-শ্মশান সম আছিল নীরব হয়ে,

সহসা উঠেছে বাজি তব কর পরশনে,
পুরাণো সকল ভাব জাগিয়া উঠেছে মনে,
বিরাজিছে এ হৃদয়ে যেন নব উষা-কাল
শূন্য হৃদয়ের যত ঘুচেছে আঁধার জাল।
কেমনে শুধিব বল তোমার এ ঋণ
এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন। ৮৮।

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

মরিলো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল্‌ কি করি!
শুনেছি কোন্‌ কুঞ্জবনে যমুনা তীরে,
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস্‌ যদি (আমায়) পথ বলে দে!
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখিগে তার মুখের হাসি,
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
(তারে) বলে আসি তোমার বাঁশি

(আমার) প্রাণে বেজেছে !
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ! ৮৯ ।

খাম্বাজ—আড়খেমটা ।

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আর কি সাজে !
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে !
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহুর্মুহু,
আজ, কাননে ঐ বাঁশি বাজে !
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে !
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে !
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে ! ৯০ ।

মিশ্র ভৈরবী—খেমটা।

হেদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও!
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হের গো প্রভাত হল সুয্যি উঠে
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীত ধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিও মোহন বেণু
নূপুর দিও পায়!
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে,
বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুণু
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে। ৯১।

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা!
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে, মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা!
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা! ৯২ ।

কালাংড়া—খেমটা।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে,

নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল! ৯৩।

পিলু—খেম্‌টা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে,
ওলো সজনি!
হাসি খেলিরে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী! ৯৪।

পিলু—কাওয়ালি।

হা কে বলে দেবে
সে ভাল বাসে কি মোরে।
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে! ৯৫।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে—
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কাণে কাণে কি যে কহে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা!
অধরের কোণে হাসিটী
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধ মুকুলিত আঁখিয়া!
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে!
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,

সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি!
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি! ৯৬।

মিশ্র কালাংড়া—একতালা।

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাস টুকুর মত!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত!
সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম বনেতে!

সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখেন দিয়ে হেসে গেছে—
হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে!
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ডাক্‌তেছি তাই একলা ব'সে!
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর!
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর!
সে কুসুম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল!
হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল;
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে! ৯৭।

মিশ্রপিলু—আড়াঠেকা।

বুঝেছি বুঝেছি, সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা, সে সব পুরাণো কথা
মনে করে দেয় শুধু, ভাঙ্গে এ হৃদয়।
প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার
আমি যত বুঝি তত কে বুঝিবে আর!
প্রেম যদি ভুলে থাক,' সত্য ক'রে বলনাকো,'
করিব না মুহূর্ত্তের তরে তিরস্কার!
আমিত বোলেই ছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আর কারে ভাল বেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভাল বেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়োনাকো ব্যথা
পুরাণো প্রেমের কথা কোর'না স্মরণ! ৯৮।

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি।

না সখা, মনের ব্যথা কোর'না গোপন;
যবে অশ্রুজল হায় উচ্ছসি উঠিতে চায়,
রুধিয়া রেখনা তাহা আমারি কারণ।

চিনি সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি,
ওর চেয়ে কত ভাল অশ্রুজল রাশি।
মাথা খাও—অভাগীরে কোরনা বঞ্চনা,
ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখোনা যন্ত্রণা;
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে
ভাল যদি বাস' তবে রাখ' এ প্রার্থনা। ৯৯।

মিশ্রসিন্ধু—একতালা।

কি হল আমার? বুঝি বা সখি
হৃদয় আমার হারিয়েছি!
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে
হৃদয় আমার হারিয়েছি!
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পেয়ে

সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি!
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
তার পর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়!
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণ ভর
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় সজনি হারিয়েছি। ১০০।

মিশ্র—একতালা।

যে ভাল বাসুক—সে ভাল বাসুক,
সজনি লো আমরা কে!

দীনহীন এই হৃদয় মোদের
কাছেও কি কেহ ডাকে ?
তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভাল বাসে,
আমাদের কিবা আসে যায় বল'
কেবা কাঁদে কেবা হাসে !
আমাদের মন কেহই চাহে না,
তবে মনখানি লুকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ
যদি, সখি, কেহ ভুলে
মনখানি লয় তুলে,
উলটি পালটি ক্ষণেক ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেখায়।
কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্ ! ১০১।

টৌড়ি—ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না!
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না;
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজ বাঁধ তবু টুটে টুটে না!
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখ পানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না,
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ী! তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে,
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না।১০২

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

সখি, ভাবনা কাহারে বলে?
সখি, যাতনা কাহারে বলে?

তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা
সখি ভালবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলি যাতনাময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?
আমার চোখেত সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মত!
(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত!
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,

হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়!
আমার মতন সুখী কে আছে!
আয় সখি, আয় আমার কাছে
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা! ১০৩।

কে আমার সংশয় মিটায়?
কে বলি দিবে সে ভাল বাসে কি আমায়?
তার প্রতি দৃষ্টি হাসি তুলিছে তরঙ্গ রাশি
এক মুহূর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায়!
পারিনে পারিনে আর বহিতে সংশয় ভার,
চরণে ধরিয়ে তার শুধাইব গিয়া,
হৃদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া!
কিন্তুএ সংশয়ো ভাল, পাছে গো সত্যের আলো

ভাঙ্গে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি ;
হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি ! ১০৪ ।

কালাংড়া—কাওয়ালি ।

খেলা কর্—খেলা কর—
(তোরা) কামিনী— কুসুমগুলি ।
দেখ্, সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া
কুসুমগুলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার—ফিরায়ে ও ধার
দুইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি !
তোরা খেলা কর—তোরা খেলা কর্
কামিনী কুসুমগুলি !
কভু পাতামাঝে লুকারে মুখ,
কভু বায়ু কাছে খুলে দে বুক—
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ কভু নাচ্
বায়ু কোলে দুলি দুলি !
দুদণ্ড বাঁচিবি—খেলা' তবে খেলা,'
প্রতি নিমেষেই ফুবাইছে বেলা,

বসন্তের কোলে খেলাশ্রান্ত প্রাণ
ত্যজিবি ভাবনা ভুলি ! ১০৫।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

ক্ষমা কর মোরে সখি, সুধায়োনা আর !
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার।
যে গোপন কথা সখি, সতত লুকায়ে রাখি,
ইষ্ট-দেব-মন্ত্র সম পূজি অনিবার,
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে,
লুকানো থাক্ তা সখি হৃদয়ে আমার !
ভালবাসি, সুধায়োনা কারে ভালবাসি।
সে নাম কেমনে সখি কহিব প্রকাশি !
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার !
ক্ষুদ্র এই বন-ফুল পৃথিবী-কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম নীরবে রহি যায় প্রাণ তার। ১০৬।

জয় জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

সখি, আর কত দিন সুখহীন, শান্তিহীন,
হাহা করে বেড়াইব, নিরাশ্রয় মন লয়ে!
পারিনে, পারিনে আর— পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে।
সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমি সম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে সখি, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী সম!
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়,
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি। ১০৭

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কত দিন এক সাথে ছিনু ঘুম ঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভাল বাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত যে খেলেছি খেলা,
কুসুম তুলেছি কত দুইটি আঁচল ভোরে!

ছিনু সুখে যত দিন দুজনে বিরহ হীন
তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে ?
অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন,
ছেলেবেলাকার যত ফুরা'ল স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী
তখন জানিনু সখি কত ভালবাসি। ১০৮।

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটী, তুলি পাখা দুটি,
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।
রুণু রুণু ঝুণু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত সুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিণি ঝিণি,
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি,
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে!
নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নূপুর বাজে ?

বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান ?
এমন মধুর তান ?
কমল-করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস কবে ?
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে !
বন্দী বলে তোর কিসের দুখ ?
বনে বল তোর কি ছিল সুখ ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই,
আছে লোক কত শত,
যারা শ্যামা তোর মত
এমনি সোণার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দি হইতে চায় !
এই গীত—রবে হয়ে ভোরপূর
শুনি শুনি এই চরণ-নূপুর
জনম জনম নাচিতে চায় !
সাধ করে ধরা দেয় গো তারা,
সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা,

ফিরেও দেখিনে—ফিরেও চাহিনে—
বড় জ্বালাতন করেগো যখন
অশরীরী বাজ করি বরিষণ—
উপেখা বাণের ধারা!
তবে দেখ্ পাখী তোর
কেমন ভাগ্যের জোর!
বড় পুণ্যফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা!
আয় পাখী, আয় বুকে!
কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
নাচ্ নাচ্ নাচ্ সুখে!
বড় দুখ মনে, বনের বিহগ,
কিছু তুই বুঝিলি না।
এমন কপোল অমিয়-মাখা
চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
উড়িতে চাহিস কি না!
প্রতি শাখা তোর উঠেনি শিহরি?
পুলকে হরষে মরমেতে মরি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে

পদতলে পড়িলি না ?
নাচ্ শ্যামা তালে তালে !
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা তালে তালে ! ১০৯ ।

ভৈরবী—একতালা ।

ফুলটি ঝরে গেছে রে ।
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে ।
শুধু সে পাখীটি
মুদিয়া আঁখিটি
সারাদিন একলা বসে গান গাহিতেছে ।
প্রতিদিন দেখ্‌ত যারে আর ত তারে দেখ্‌তে
না পায় ।
তবু সে নিত্যি আসে গাছের শাখে
সেইখানেতেই ব'সে থাকে,
প্রতিদিন সেই গানটি গায়,
সন্ধে হলে কোথায় চলে যায় ! ১১০ ।

আর কি আমি ছাড়ব তোরে ?
মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম
জোর ক'রে রাখিব ধ'রে।

শূন্য করে হৃদয়-পুরী
প্রাণ যদি করিলে চুরী,
তুমিই তবে থাক' সেথায়
শূন্য-হৃদয় পূর্ণ ক'রে ! ১১১।

থট্ একতালা।

বলিগো সজনি যেওনা যেওনা,
তার কাছে আর যেওনা যেওনা,
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলনা বোলনা !
আমারে যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিওনা বেদনা ! ১১২।

মিশ্রকাফি—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন
কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?
বিকচ বকুল ফুল
দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল
গুঞ্জরে কোথায় !
এ নহে কি বৃন্দাবন ?
কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি
বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি,
পীতধড়া পড়ে খসি,

সোঙরি সে মুখ-শশী
পরাণ মজিল, সই!
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে
মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা,
মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা
এ নিশি পোহায়, হায়!
কবি যে হল আকুল,
এ কি রে বিধির ভুল!
মথুরায় কেন ফুল
ফুটেছে আজি, লো সই!
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে
বাঁশরী বাজিল কই? ১১৩।

বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার ।
সৌন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগত প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল—
বসন্ত-লাবণ্যে সাজি গো ;
এ কি হর্ষ— হর্ষ আজি গো !
উষারাণী দাঁড়'ইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা,
হরষে কপোল তাঁর রাঙা !
কুসুম-ভগিনীগণ চারিদিক হ'তে
আগ্রহে র'য়েছে তারা চেয়ে,
কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোন্‌টির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে !
আকাশ সুনীল আজি কিবা
অরুণ-নয়নে হাস্য-বিভা,
বিমল শিশির-ধৌত তনু
হাসিছে কুসুম রাজি গো ;

একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!
মধুকর গান গেয়ে বলে
"মধু কই, মধু দাও দাও!"
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে "এই লও লও!"
বায়ু আসি কহে কানে কানে
"ফুলবালা, পরিমল দাও!"
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল
"যাহা আছে সব ল'য়ে যাও!"
হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চায় বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটি কুটি,
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি;
নূতন জগত দেখিরে
আজিকে হরষ একি রে! ১১৪।

মুলতান—তাল আড়খেমটা।

বুঝি, বেলা বহে যায়.
কাননে আয়, তোরা আয়!

আলোতে ফুল উঠ্‌ল ফুটে
ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব
মনের মতন মালা গেঁথে,
কই-সে হল মালা গাঁথা,
কই-সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যা'চ্চে ব'য়ে
বেলা চলে যায়।১১৫।

ছায়া নট—তাল কাওয়ালি।

ভিক্ষে দেগো ভিক্ষে দে!
দ্বারে দ্বারে বেড়ায় ঘুরে,
মুখ তুলে কেউ চাইলিনে!
লক্ষ্মী তোদের সদয় হন,
ধনের উপর বাড়ুক ধন,
(আমি) একটী মুঠো অন্ন চাইগো,
তাও কেন পাইনে!
ঘরে দুটী শিশু ছেলে
কাঁদচে মায়ের মুখ চেয়ে,

ফিরে গেলে বাবা বলে,
কেঁদে তারা আস্‌বে ধেয়ে.
তখন তাদের কি দেবগো !
বুক্‌টা ফেটে যাবে যে !
ঐরে সূর্য্য উঠ্‌ল মাথায়,
যে যার ঘরে চলেছে,
পিপাসাতে ফাট্‌ছে ছাতি,
চল্‌তে আর যে পারিনে।
ওরে তোদের অনেক আছে,
আরো অনেক হবে,
একটী মুঠো দিবি শুধু
আর কিছু চাহিনে ! ১১৬।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

(তাঁহার) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দরে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দরে।
বিহগ গীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়

মহা পবন হরষে ধায়
গাহে গিরি কন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ,
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহবন্ধ রে। ১।

রাগিণী আশাবরি—তাল ঝাঁপ তাল।

তাঁহার আনন্দ ধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে।
সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত ধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরনী যৌবনে ফুটিয়া রয়।

সে আনন্দ রস পানে চির প্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে। ২।

ভৈরবি—ঝাঁপ তাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্তের মৃত্তিকা হ'য়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ ল'য়ে,
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি।
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত। ৩।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

চলিয়াছি গৃহ পানে, খেলাধূলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ।
ধূলায় মলিন বাস,
আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান।

খেলিতে সংসারের খেলা কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায় ;
ধূলাঘর গড়ি যত
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা করগো দান। ৪।

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
কেনগো একেলা ফেলে রাখ !
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক' !
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়
তারে তুমি ডাক, প্রভু ডাক।
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির আলো জ্বলিছে কোথায় !

শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ঐই,
অসীম প্রেমের উৎস কই
আমারে তৃষিত রেখনাক !
কে আমার আত্মীয় স্বজন
আজ আসে কাল চলে যায় !
চরাচর ঘুরিছে কেবল
জগতের বিশ্রাম কোথায় !
সবায় আপনা নিয়ে র'য়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জনে
তোমার স্নেহেতে নাথ ঢাক। ৫।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

অসীম কাল সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে,
অমৃত ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে।
হের, আপন হৃদয় মাঝে ডুবিয়ে,
একি শোভা! অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা-নিকেতন।৬।

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত্ত অধীর
সব শূন্যময়।
চারিদিকে চাহি নাথ পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারি পিপাসার বারি
হৃদয়ের চির আশ্রয়। ৭।

রাগিণী বেলাবলি—তাল কাওয়ালি।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর
আমি অতি দীনহীন।
নাহি কি হেথা পাপ মোহ
বিপদ রাশি ?
তোমা বিনা একেলা
নাহি ভরসা। ৮।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

আঁখিজল মুছাইলে জননী,
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে তারে বসাইলে পাশে,
তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে,
যে আসে অমৃত পিয়াসে।
দেখেছি আজি তব প্রেমমুখ হাসি,
পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহিনা আর কিছু পূরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয়বেদনা। ৯।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ডুবি অমৃত পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশি।
নাহি দেশ, নাহি কাল,
নাহি হেরি সীমা,

প্রেম মূরতি হৃদয়ে জাগে
আনন্দ নাহি ধরে।১০।

রাগিণী খট্—তাল একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল
জগত পুরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল হ্যালোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া,
হৃদয় হুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে
আপন হৃদয় আলোকে।
প্রেমমুখ হাসি তাঁহারি,
পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে
সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে,
দশ দিক ফুটে উঠিছে—

জননীর কোলে যেনরে
জাগিছে বালিকা বালকে।
জগত যে দিকে চাহিছে
সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী
হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে,
নবীন আশায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া
জয় জয় উঠে ত্রিলোকে। ১১।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে।
চারি দিকে হের ঘেরিছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,

আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে।
হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত সেথায় হে,
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুল না আর আমায় হে! ১২।

রাগিণী বিভাষ—তাল চৌতাল।

ওঠ ওঠরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে,
মেল আঁখি, জাগ জাগো, থেক নারে অচেতন।

সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত বায়ু, ভানু ধাইল আকাশ পথে।
একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সেই আহ্বান বাণী—চাহ সেই মুখ পানে—
তাঁহার আশীষ লয়ে,চলরে যাই সবে তাঁর কাজে।১৩

রাগিণী আস'য়ি—তাল তেওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা,
কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভু হে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে। ১৪।

রাগিণী টোড়ি—তাল চিমেতেতালা।

ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে।
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি, সুধারসে
মগন হব হে। ১৫।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন
চরাচর কার্ সিংহাসন ?
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ?
চারি দিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন।
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার,
"মুখ পানে চাহ একবারে,
"ধরণীরে আলো দিব আমি।"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে,
"হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে
"জোৎস্না সুধা বিতরিব স্বামি!"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার

"দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল।"
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ
"কহ তুমি আশ্বাস বচন
"শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল!"
করযোড়ে কহে নরনারী
"হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,
"জগতে বিলাব ভালবাসা!"
"পূরাও পূরাও মনস্কাম"—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা। ১৬।

রাগিণী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল
আকাশ পূরিল কলরবে,
সবাই যেতেছে মহোৎসবে।
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখীগণে,
এমন প্রভাত কি আর হবে!

নিদ্রা আর নাই চোখে, বিমল অরুণালোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে।
চলগো পিতার ঘরে সারা বৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে।
ওই হের তাঁর দ্বার, জগতের পরিবার
হোথায় মিলেছে আজি সবে
ভাই বন্ধু সবে মিলি, করিতেছে কোলাকুলি
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে।
যত চায় তত পায়, হৃদয় পূরিয়া যায়
গৃহে ফিরে জয় জয় রবে,
সবার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্ব্বাদ
সম্বৎসর আনন্দে কাটিবে। ১৭।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপ তাল।

একি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগৎ মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায়!

বরণ বরণ পুষ্পরাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি
সেই সুরভি সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়। ১৮।

রাগিণী টৌড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ
প্রভাত কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে ধরণী লুঠিছে
তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা
কুসুম ফোটাইছে শতবরণে।
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে
কি ভয় কি ভয় দুঃখ তাপ মরণে। ১৯।

রাগিণী আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধ মুখে নরনারী

না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান!
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে
জয় জয় হোক্ তোমারি। ২০।

রাগভৈরব—তাল আড়াচৌতাল।

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল। ২১।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই!
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই।
তোমার আশ্বাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই। ২২।

রাগিণী আসোয়ারি—তাল আড়াঠেকা।

কি দিব তোমায়!
নয়নেতে অশ্রুধারা, শোকে হিয়া জরজর হে!
দিয়ে যাব হে তোমারি পদতলে,
আকুল এ হৃদয়ের ভার। ২৩।

রাগিণী আলাইয়া তাল ধামাল।

কেরে ওই ডাকিছে, স্নেহের রব উঠিছে
জগতে জগতে, তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে,
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে
শোক-কাতর আকুল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা!। ২৪।

রাগ ভৈরব তাল ঝাঁপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ,
পাইয়া অনন্ত প্রাণ, জগত গাইছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য্য শূন্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়
সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন,
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল
চারিদিকে চলেছে কিরণ।

পাইয়া অমৃত ধারা, নব নব গ্রহ তারা
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ,
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর
প্রাণের সাগরে সন্তরণ,
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রীগণ।
মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ
কি করিয়া করিব ভ্রমণ।
অমৃতের কণা তব, পাথেয় দিয়েছ প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন। ২৫।

ভজন—তাল ঢেপকা।

তোমারেই প্রনের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব!
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জানতা' প্রভুগো!

তোমারি আদেশে রহিব এদেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
চরণ হৃদয়ে লইব,
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব! ২৬।

রাগিণী দেশ—আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশি গ্রহ তারা, হয়নাক দিশে হারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।

ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে। ২৭।

কর্ণাটি ভজন—একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।
কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায় হারায়ে যায়
না মানে সান্ত্বনা!
সুখ আশে দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা ফুরায় খেলা
সন্ধ্যা হয়ে আসে,

কাঁদে তখন আকুল মন
কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্বপতি,
শান্তি কোথা আছে!
তোমারে দাও, আশা পূরাও,
তুমি এস কাছে। ২৮।

রাগিণী পূরবী—আড়াঠেকা।

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে।
শুধু আপনারে ল'য়ে সময় গিয়েছে ব'য়ে,
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা ব'লে!
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে
অনিমেষ আঁখি তব মুখ পানে চেয়ে আছে;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পূরিছে দেহ,
প্রভু গো তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে। ২৯।

রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

সখা, তুমি আছ কোথা,
সারা বরষের পরে, জানাতে এসেছি ব্যথা,
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা!
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেখা
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মুছে,
নয়নে ঝরিছে বারি, দেখ,সভয়ে এসেছি পিতা!
দেখ, দেব, চেয়ে, দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ু বেগে করিতেছে টলমল,
লহসে হৃদয় তুলে, রাখ' তব পদ মূলে,
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে রহে গো সেথা! ৩০।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

প্রভু এলেম কোথায়!
কখন্ বরষ গেল, জীবন বহে গেল,
কখন্ কি যে হল জানিনে হায়!
আসিলাম কো'থা হতে, যেতেছি কোন্ পথে,

ভাসিয়ে কাল স্রোতে তৃণের প্রায়!
মরণ-সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন!
এজীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়!
শোকে তাপে জর জর অসহ যাতনায়,
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু প্রায়—
কাঁদিয়ে হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা,
কোথাগো ধ্রুব তারা, কোথা গো হায়। ৩১।

টোড়ি—কাওয়ালি।

সকলি ফুরাইল। যামিনী পোহাইল।
যে যেখানে সবে চলে গেল।
রজনীতে হাসি খুসি হরষ প্রমোদ কত
নিশি শেষে আকুল মনে চোখের জলে
সকলে বিদায় হ'ল॥ ৩২।

প্রভাতী—ঝাঁপ তাল।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ স্রোত চলেছে প্রবাহি॥
যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে!
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান
যাও বৎস, যাও সেই দেব সদনে। ৩৩।

ললিত—আড়াঠেকা।

ওরে, যেতে হবে, যেতে হবেরে,
আর দেরী নাই,
পিছিয়ে প'ড়ে র'বি কত,
সঙ্গীরা যে গেল সবাই।

আয়রে ভবের খেলা সেরে,
আঁধার করেএসেছেরে,
(ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে
কাহার পানে চাহিস রে ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে
নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয়রে সোরে,
নইলে তোরে মারবে ঢেলা,
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্‌রে সোজা,
(সেথা) নতুন করে বাঁধবি বাসা,
নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই। ৩৪।

খট্‌—কাওয়ালি।

আমার যাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিস্‌ ধ'রে,
চোখের জলে বাঁধন দিয়ে
বাঁধিসনে আর মায়া-ডোরে।

ফুরিয়েছে জীবনের ছুটী ;
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই,
যেতে হবে ত্বরা করে! ৩৫।

মিশ্র ঝিঁঝোঁয় —আড়াঠেকা।

মা আমি তোর কি করেছি?
শুধু তোরে জন্ম-ভোরে মা বলে রে ডেকেছি!
চির জীবন পাষানীরে, ভাসালি আঁখি নীরে,
চির জীবন দুঃখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে,
চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
সন্তানেরে কোলে তুলে নিলিনে,
মা-হারা সন্তানের মত কেঁদে বেড়াই অবিরত
এ চোখের জল মুছায়েত দিলিনে!
ছেলের প্রাণে ব্যথা দিয়ে
যদি মা তোর জুড়ায় হিয়ে,
ভাল ভাল তাই তবে হোক্—অনেক দুঃখ সয়েছি।
। ৩৬।

রামপ্রসাদি সুর।

আমিই শুধু রইনু বাকী।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা 'তা' কেবল ফাঁকি।
আমার ব'লে ছিল যারা,
আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তা'রা, কোথায় তা'রা? কেঁদে কেঁদে
কারে ডাকি'।
বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে,
'আমার' কিছু রাখলি নেরে?
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে
থাকি। ৩৭।

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমিত এনেছ ডাকি,
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে বেঁধেছ যে প্রেমডোরে
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়া মোহে।

সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি।৩৮।

রাগ ভয়রোঁ।—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের,
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ওই যে নয়ন তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া?
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি প্রসাদ সলিল দিয়া? ৩৯।

রাগিণী ৺ট্—তাল ঝাঁপতাল।

আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্রমন,
পদে পদে হয় পিতা চরণস্খলন
রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রুকুটি ভীষণ?
ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ,

স্নেহবাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ,
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে,
কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন!
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের ভবন,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন,
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ।
একবার ভ্রম হোলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?
তা হ'লে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন। ৪০।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা,
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢালগো কিরণ-ধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।

কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ওমুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ৪১।

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বলহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি
লওহে নাথ। ৪২।

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন,
হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি
হেথা কি করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়
করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা
ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব,
সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল,
দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান,
করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দে বসি সেথা,
মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু,
করিবে তোমারি আরাধন,
নিরবে বসিয়া অবিরল
চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা
মুদিয়া সজল দুনয়ন। ৪৩।

গুজরাটী ভাজন—ত'ল একতালা।

কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীন হীন।
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে,
জগত জননী, ল'হ ল'হ কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশুএ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ নয়নে,
এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,

পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পুরিবে কামনা। ৪৪।

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্রে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহ তারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা
না জানি করেছে পান কি মহা অমৃত ধারা
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব
দেখ্ রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়,
দেখ্রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।৪৫

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে
আয় রে ধরি তাঁর চরণে,

পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর
মায়েরে দেখেও দেখ্‌লিনে!
কোথা গো কোথা তুমি,জননী, কোথা তুমি;
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল
তোমার অমৃত ভবনে। ৪৬।

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও,
বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর,
তুমিই এক মম ভরসা।
প্রিয়জন একে একে কে কোথা চ'লে যায়
একেলা ফেলি আঁধারে,
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ,
পূরাও এই আশা। ৪৭।

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল চিমেতেতালা।

তবে কি ফিরিব ম্লানমুখে সখা
জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না।

আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব?
হৃদয়ের আশা পূরিবে না? ৪৮।

রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে?
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান
বিরহ নাহি তার নাহিরে দুখ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান। ৪৯।

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ!
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন। ৫০।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধা-সাগরে
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও!

যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে
তাহা মোরে দাও। ৫১।

রাগিণী মিশ্র বেলাবতী—তাল কাওয়'লী।

ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়
এ ধরা পানে চাও
পতিত যে জন, করিছে রোদন,
পতিত-পাবন তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ,
তাহারে বাঁচাও॥
কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক,
নয়ন মুছাও।
ভাঙ্গিয়া আলয় হেরে শূন্যময়
কোথায় আশ্রয়
(তাবে) ঘরে ডেকে নাও।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়,
দাও প্রেম সুধা দাও॥
হের কোথা যায়, কার পানে চায়,
নয়নে আঁধার

নাহি হেরে দিক, আকুল পথিক,
চাহে চারি ধার।
এ ঘোর গহনে, অন্ধ সে নয়নে,
তোমার কিরণে আঁধার ঘুচাও।
সঙ্গহারা জনে, রাখিয়া চরণে,
বাসনা পুরাও॥
কলঙ্কের রেখা, প্রাণে দেয় দেখা,
প্রতিদিন হায়।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন,
লজ্জা দূরে যায়।
দেহগো বেদনা, করাও চেতনা,
রেখনা রেখনা এ পাপ তাড়াও।
সংসারের রনে, পরাজিত জনে,
দাও নববল দাও॥ ৫২॥

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়োনা জননি!
দীন হীনে কেহ চাহে না

তুমি তারে রাখিবে, জানি গো,
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
চরণতলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী। ৫৩।

বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর।
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন,
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।

যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে,
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু পথ ভে লে দেখায়ো আবার। ৫৪।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে ॥ ৫৫ ॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আইল আজ প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
গ্রহ তারা সভা ঘেরিয়ে দাঁড়াইল।
নীরবে বন গিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল ॥ ৫৬ ॥

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার।

দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা
নয়নে বহে অশ্রুবারি

সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পূরে
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে
বিমুখ হোয়োনা দীনহীনে
যা কর হে রব পড়ে॥ ৫৭॥

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেমে,
ধন্য তোমার জগত রচনা।
একি অমৃত রসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে।
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে।
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধু গীতি তুলিলে নদী কল্লোলে।
একি ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে। ৫৮॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে!
ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা করে।
তাপিত হৃদয় যারা, মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহ তাপ কত দিন পরে।
আজ এ আকাশ মাঝে, কি অমৃত বীণা বাজে!
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেম-মুখ জেগেছে অন্তরে ॥৫৯॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি
বল দেব! কারপানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছ তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে,

পথে বাধা শত শত, পাষাণ-পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেনগো আশ্রয় মিলে
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশাই তোমার পায় ॥৬০॥

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল, উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ-হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ,
এক সূত্র দিয়ে, দেব। গেঁথে রাখ এক সাথে;
টুটেনা ছিঁড়েনা যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তাকে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে সংসার রৌদ্র মাঝে ॥৬১॥

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে!
কাতর পরাণ যায় বাহু বাড়ায়ে।
(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে,
(তারা) চরণ কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
(সখা) ঐখেনেতে থাক তুমি যেয়োনা চলে,
(আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে!
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে,
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে!
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়োনা—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেচে ॥৬২॥

রাগিণী কর্ণাট খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

আজি শুভদিনে, পিতার ভবনে,
অমৃত সদনে চল যাই
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে,

আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল,
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান,
গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয়॥ ৬৩॥

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল ঢিমে তেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে দয়াময়!
তব প্রেম লাগি, দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব ঊষা নব নব,
প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হাহা ক'রে উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,

ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগণ তলে,
তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায়, অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়;
ও প্রেম আলয়। ॥৬৪॥

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে,
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে,
নাথ তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর?
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে ॥৬৫॥

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এস হে শান্তি ভবনে,
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে,
কেন রে বসে হেথা ম্লান-মুখ!
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ!
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে,
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাবনা,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে,
তখন কার মুখ চাহিবে।
সাধের ধন জন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে। ৬৬ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে,
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে,
হায়রে ॥ ৬৭ ॥

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম আলোকে প্রকাশ, জগপতি হে।
বিপদে সম্পদে থেকোনা দূরে,
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে,
'নিবার 'নিবার' প্রাণের ক্রন্দন,
কাটহে কাটহে এ মায়া বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে ॥ ৬৮ ॥

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে বলে,
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়,
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।
বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়,
জানাতে বিরহ-বেদনা
দরশন নেব তবে চলে যাব
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে ডাকিব তোমারে,
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে,
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
আর কি পারিবে থাকিতে।
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
মুছিব নয়ন বারি হে।
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণ তলে তোমারি হে॥ ৬৯॥

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না!
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না!
ক্ষণিক আলোকে, আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে
কি করিলে বল পাইব তোমারে
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন ॥ ৭০ ॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এস হে মাঝে এস কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে
ডুবিব আনন্দ পারাবারে ॥ ৭১ ॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
রেখোনারে ব্যবধান!
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস
মুখে লয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই
প্রেম ফুল রাশি রাশি।
নিরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে
রহিলে তাঁহারে ভুলে,

অনাথ জনের মুখ পানে
চাহিলেনা মুখ তুলে।
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত
ব্যথিলে পরের প্রাণ।
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হল অবসান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না।
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে
হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া
প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী। ৭২।

রাগিণী খম্বাজ—তাল একতালা।

জগতের পুরোহিত তুমি,
তোমার এ জগৎ মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে,

দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি,
গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে,
তারাটি তারার পানে চায়
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম,
প্রভু হে! তোমারি হল জয়,
তোমায় কৃপায় এক হল,
আজি এই যুগল হৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে,
শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি,
এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগত গাহিছে জয় জয়,
উঠেছে হরষ কোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে,
ছুটিতেছে প্রেম পরিমল।
পাখীরা গাও গো গান,
কহ বায়ু চরাচর ময়

মহেশের প্রেমের জগতে,
প্রেমের হইল আজি জয়॥ ৭৩।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দু'জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা'হলে আঁধারে আর বলহে কিসের ডর
তোমারে হারায় যদি, দু'জনে হারা'বে দোঁহে
দু'জনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে
এমনি আঁন্ধার হবে, পাশাপাশি বসে র'বে
তবুও দোঁহার মুখ চিনিবেনা পরস্পরে
দে'খো প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে থেকো জেগে
তোমারে ঢাকেনা যেন সংসারের ঘনমেঘে
তোমারি আলেকে বসি উজল আনন শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর॥ ৭৪।

জাতীয় সঙ্গীত।

রাগিণী গৌড় মল্লার।

ঢাকোবে মুখ, চন্দ্রমা! জলদে;
বিহগেরা থামো থামো;
আঁধারে কাঁদ গো তুমি ধরা!
গাবে যদি গাওরে সবে গাওরে শত অশনি মহানিনাদে,
ভীষণ প্রলয় সঙ্গীতে জাগাও জাগাও জাগাও রে এ ভারতে!
বন-বিহঙ্গ তুমি ও সুখ গীতি গেও না, প্রমদ মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে;
মল্লিকা মালিকা কেন এত গাঁথিছে এত হরষে?
ছিঁড়ে ফেল্ বীণা, আজি বিষাদের দিনে। ১।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
　তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
　এ বীণা তোমারি গাইবে গান!
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
　তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
　তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার
　কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
　নিভাতে তোমার যাতনা!
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান! ২।

রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,

দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগণে
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!
ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত!
আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত। ৩।

মায়ের বিমল যশে যে সন্তান অরপিবে
এক বিন্দু কলঙ্কের কালিমা,
যে সন্তান একতিল মলিন করিবে কভু
জননীর স্বর্ণময়ী প্রতিমা,
নির্জ্জীব চেতনাহীন যে সব সন্তানগণ
মায়ের গৌরব রাশি নাশিয়াছে,
দেশের এমন ঘোর বিপদের অন্ধকারে
আজো যাহাদের মুখে হাসি আছে—
এ মহান আর্য্যদের সমাধি-মন্দিরে বসি,
আজো একবারো যারা কাঁদে নাই,
এমন হৃদয়হীন মাতৃঘাতী সন্তানের
নরকেও বিধাতা কি আছে ঠাঁই। ৪।

বাহার—কাওয়ালি।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রুঝরে দুনয়নে।
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক
গান গায়,

নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র
নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুখে
কাঁদাব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে
ত্যজিব
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে। ৫।

বেহাগড়া।

ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে
যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরিবে না
তবে ও গান গাস্‌নে।
হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে
সে আর জাগাস্‌নে! ৬।

মিশ্র দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয়
রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবেনা কি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন?
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান কত দুখ,
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ
দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে
বুঝি তব হবেনা আলয়।

চিরদিন ঝরিবে নয়ন
চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
কোন কালে তুলিব কি মাথা !
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ ?
ভারতের প্রভাত গগণে
উঠিবে কি তব জয় গান ?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই—
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া !
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি
চিরদিন ফাটিবেনা হিয়া। ৭।

পরিশিষ্ট।

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল।

দীর্ঘ জীবন পথ,
কত দুঃখ তাপ,
কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর
অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে
এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি
আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার
কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব নারে ম্রিয়মান!

গৌড়সারং—তাল একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আছি হরষে
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে!
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি
শতধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,

শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে!
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব-বরষে!

রাগিণী টৌড়ি—তাল একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে!
অমৃত মধুর তাঁর প্রেম গান
মানব সবে শুনাওরে!
মধুর তানে নীরস প্রাণে
মধুর প্রেম জাগাওরে।
ব্যথা, দিওনা কাহারে ব্যথিতের তরে,
পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে।
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী
প্রাণে নববল দাওরে!

আনন্দময়ের আনন্দ আলয়
নব নব তানে ছাওরে,
পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাওরে।

(বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত)

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আজি কাঁদে কা'রা ওই শুনা যায়—
অনাথেরা কোথা করে হায় হায়—
দিন মাস যায় বৎসর ফুরায়—
ফুরাবে না হাহাকার ?
ওই কা'রা চেয়ে শূন্য নয়ানে—
সুখ আশাহীন নববর্ষ পানে,
কা'রা শুয়ে শুষ্ক ভূমি শয়ানে
মরুময় চারিধার।
আশ্বাস বচন সকলেরে কয়ে,
এশেছিল বর্ষ কত আসা লয়ে,

কত আশা দোলে আজ যায় চলে
শূন্য কত পরিবার—
কত অভাগার জীবন সম্বল
মুছে লয়ে গেল, রেখে অশ্রুজল,
নব-বরষের উদয়ের পথে
রেখে গেল অন্ধকার।
হায় গৃহে যার নাই অন্নকণা
মানুষের প্রেম তাও কি সে পাবে না!
আজি নাই কিরে কাতরের তরে
করুণার অশ্রুধার!
কেঁদে' বল "নাথ, দুঃখ দূরে যাক্,
তাপিত ধরায় হৃদয় জুড়াক্
বর্ষ যদি যায় সাথে লয়ে যাক্
বরষের শোকভার!"

———